দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... [illegible] ... 2008
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

প্রাথমিক শিক্ষায় ব্র্যাকের প্যাকেজ বাতিল দাবীতে কর্মবিরতি আসছে

বিভিন্ন সংগঠনের নিন্দা অব্যাহত

ষ্টাফ রিপোর্টার

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্র্যাকের প্যাকেজ প্রোগ্রাম বাতিলের দাবীতে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকগণ আগামী ১৪ ও ১৫ জুন দুই দিন একঘন্টা করে কর্মবিরতি পালন করবে। বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির নীতিনির্ধারকদের গতকালের সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কমিটির সভাপতি নজরুল আবছার ও সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকুর রহমান এক

পৃঃ ১১ কঃ ৪

ব্র্যাকের প্যাকেজ বাতিল দাবীতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিবৃতিতে কর্মসূচী সফল করার আহ্বান জানান। তারা বলেন, কর্মবিরতির ২য় দিনে সকল প্রধান শিক্ষক নিজ নিজ বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকের দুই ফর্ম প্রতিবাদ স্বাক্ষর সংগ্রহ করবেন এবং ২০ জুনের মধ্যে দুই ফর্ম প্রতিবাদ স্বাক্ষর সমিতির উপজেলা শাখার সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের নিকট জমা দিবেন। সংগৃহীত স্বাক্ষরসমূহ আনুষ্ঠানিকভাবে মহাপরিচালকের নিকট হস্তান্তরের তারিখ পরবর্তীতে ঘোষণা করা হবে।

নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে উন্নীত বেতন স্কেলের জটিলতা নিরসন, প্রধান শিক্ষকের পদ গেজেটেড, সহকারী প্রধান শিক্ষকের শূন্যপদে কার্যকর, উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের বিভাগীয় পদোন্নতির ব্যবস্থা, বিএড/এমএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও উন্নয়ন খাতের শিক্ষকদের পদোন্নতি জটিলতা নিরসন করে, মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের পথ সুগম করার আহ্বান জানান।

খেলাফত মজলিস

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ঢাকা মহানগরীর দলীয় কার্যালয়ে মহানগর নির্বাহী কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন মহানগরী সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ মামুনুল হক। অন্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন মহানগরী সাধারণ সম্পাদক মাওলানা জালালুদ্দীন আহমদ, সহ-সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আতাউল্লাহ আমীন, এনামুল হক মুসা, মাওলানা আব্দুল মালেক, মাওঃ হেদায়েতুল্লাহ হাদী, মাওলানা মজনুল আবেদীন প্রমুখ।

সভায় প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ব্র্যাকের অধীনে পরিচালনা করার জন্য সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানানো হয়। সভায় বলা হয়, সরকারের নারী উন্নয়ন নীতি '০৮-এর মতো অপকর্মের রেশ শেষ না হতেই আরেকটি অপকর্মে হাত দিয়েছে। এনজিওদের দোসর রাশেদা কে চৌধুরী শিশু ও মহিলা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থেকে ইসলামবিরোধী একের পর এক ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। সভা থেকে এ সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাতিল করার সরকারের এসব অপকর্মের নাটের গুরু রাশেদা কে চৌধুরীকে উপদেষ্টা পরিষদ থেকে বহিষ্কারের দাবী জানানো হয়।

হাফেজ্জী হুজুর (রহঃ) কল্যাণ ফাউন্ডেশন

হযরত হাফেজ্জী হুজুর (রহঃ) কল্যাণ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (এইচসিএফবি)-এর প্রতিষ্ঠাতা আলহাজ্ব মাঃ আকরাম হোসাইন, চেয়ারম্যান মুফতী সাঈদ আহমাদ মজলিশুরা উপদেষ্টা, শায়খুল হাদীস আল্লামা আবদুল্লাহ বিন মুজাম, আল্লামা মুজীবুর রহমান হাকবারী, পৃষ্ঠপোষক আলহাজ্ব মাঃ আখতারুজ্জামান খান, প্রচার সচিব মাওঃ গোলাম মুহাম্মদ ওমর ফারুক এক বিবৃতিতে বলেছেন, সরকার দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান ভিত্তি প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে চিহ্নিত ইসলাম ধর্মবিরোধী ব্র্যাক-এর হাতে তুলে দেয়ার যে ষড়যন্ত্র করেছে এ দেশের সচেতন ধর্মপ্রাণ জনতা কঠোরভাবে এ চক্রান্ত প্রতিহত করবে।

তাফসীরুল কুরআন পরিষদ

তাফসীরুল কুরআন পরিষদ বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বলেছেন, দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে (এনজিও) ব্র্যাকের হাতে তুলে দেয়ার ষড়যন্ত্র বরদাশত করা হবে না। সরকার সম্প্রতি ৩০টি উপজেলায় ৩১৪২টি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে মনিটরিং-এর দায়িত্ব ইসলাম বিদ্বেষী সংস্থা ব্র্যাকের হাতে তুলে দেয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এটি একটি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। সরকারের এই আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে শিশুরা ছোটবেলা হতেই নাস্তিক্যবাদী মনোভাব নিয়ে গড়ে উঠবে। এমনিতেই পাশ্চাত্যের শিক্ষাব্যবস্থার ফলে ঘুষ, দুর্নীতিতে জাতি আজ আকণ্ঠ নিমজ্জিত। প্যাটস চুক্তিতে স্বাক্ষরের মাধ্যমে সরকার নতুন করে ইসলামবিরোধী ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। এই ষড়যন্ত্র দেশের পনের কোটি ইসলামপ্রিয় জনতা জীবন দিয়ে হলেও রুখবে। সভায় বলা হয়, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে (এনজিও) ব্র্যাকের হাতে তুলে দিলে প্রতিটি ঘরে ইসলামবিরোধী ও দুর্নীতিবাজ গড়ে উঠবে। কোমলমতি শিশুদের গোড়াতেই ইসলামবিরোধী বানানোর ষড়যন্ত্র যে কোন মূল্যে দেশবাসীকে রুখতে হবে।

তাফসীরুল কুরআন পরিষদ বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে এক সভা গতকাল বিকাল ৫টায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মাওলানা আহমদ আবদুল কাইয়ুমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে আরো বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট আলেম ও রাজনীতিবিদ মাওলানা আব্দুল লতিফ চৌধুরী, সংগঠনের মহাসচিব হাফেজ মাওলানা মোঃ মকবুলুর রহমান, মাওলানা মহতাবুদ্দীন চৌধুরী প্রমুখ।